দৈনিক
কিলাব

দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 7/9/2009
পৃষ্ঠা ... ২০ কলাম ... ৭ ......

শিক্ষাঙ্গন রিপোর্ট

উচ্চ আদালতের রায় উপেক্ষিত

ঢাবিতে মাদরাসা ছাত্র ভর্তিতে আবারো শর্তারোপ

সর্বোচ্চ আদালতের রায় উপেক্ষা করে আবারো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬টি বিভাগে মদ্রাসা থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের ভর্তিতে শর্তারোপ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত অধিকাংশ শিক্ষক, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ডীনের আপত্তি সত্ত্বেও ৬টি বিভাগে মদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই শর্তারোপের বিরুদ্ধে ফের আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষার্থীরা। ফলে আবারো বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি প্রক্রিয়া আইনী জটিলতায় পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে ২০০ নম্বরের বাংলা ও ইংরেজীর শর্ত জুড়ে দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টানা ১০ বছর বাংলা ও ইংরেজী বিভাগে মদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তি বন্ধ রাখা হয়। এই সময়ে আরো বেশকিছু বিভাগ ওই শর্তারোপ করতে চাইলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বিরোধিতার কারণে সম্ভব হয়নি। ২০০৭ সালে হঠাৎ করে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ভর্তির ক্ষেত্রেও ওই শর্ত জুড়ে দেয়া হয়। গত বছর অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ওইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ ও ভাষাতত্ত্ব বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনেকটা গোপনে উপরোক্ত যোগ্যতার শর্ত জুড়ে দেয়। ফলে সাতটি বিভাগে মদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

এই শর্তারোপের পর আন্দোলনে নামে শিক্ষার্থীরা। দীর্ঘ আন্দোলনের পরও শিক্ষার্থীদের তোয়াক্কা না করে অনেকটা গায়ের জোরে শর্ত বহাল রাখেন তৎকালীন ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ। পরে ভর্তিচ্ছু ৫ শিক্ষার্থী ২০০৮ সালের ২৬ অক্টোবর আদালতে ওই শর্তের বিরুদ্ধে রীট দায়ের করে। আদালত 'মদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজীতে ২০০ নম্বরের শর্তারোপ কেন অবৈধ হবে না' এ মর্মে রুল জারি করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে 'লিভ টু আপিল' করে। ২০০৯ সালের ২৮ জানুয়ারী সুপ্রিম কোর্ট সাতটি বিভাগে মদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে শর্তারোপের সিদ্ধান্ত অসাংবিধানিক উল্লেখ করে হাইকোর্টের দেয়া রায় স্থগিতের আবেদন খারিজ করে দেন। আদালতের এ সিদ্ধান্তে মদ্রাসা শিক্ষাবিরোধী শিক্ষকদের ওই অংশটি হতাশ হয়ে পড়েন।

এরপর প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠেন ওই শিক্ষকরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসন অনেকটা চুপিসারে এবার শর্তারোপের বিষয়টি উত্থাপন করে। এজন্য ভর্তি ফরমের আবেদনের যোগ্যতা বাংলা ও ইংরেজীতে ২০০ নম্বর করার বিষয়ে কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটি ও ডীনস কমিটিতে আলোচনাভুক্ত করেন। সভা দুটিতে গত ২ সেপ্টেম্বর একাডেমিক কাউন্সিলের চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। এই সুযোগে কর্তৃপক্ষ নিজেদের অনুকূলে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য বিভাগীয় চেয়ারম্যানদের কাছে শর্তারোপের পক্ষে চিঠি দেয়।

শিক্ষকদের মতামত উপেক্ষা করে একাডেমিক কাউন্সিলে সিদ্ধান্ত পাস

গত বুধবার একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় অধিকাংশ শিক্ষক, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ডীনের আপত্তি উপেক্ষা করে ৬টি বিভাগে মদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ। এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত অর্ধশতাধিক প্রফেসর 'নোট অব ডিসেন্ট' দিয়েছেন। সভা সূত্র জানায়, একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়া সত্ত্বেও মদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তির বিষয়টি ১২৬ নং এজেন্ডাভুক্তি করা হয়। এসএসসি ও এইচএসসি সমমান পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজীতে ২০০ নম্বরের শর্তারোপের ওই এজেন্ডা বিকেল ৩টার দিকে সভায় উত্থাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। সভায় এজেন্ডার পক্ষে-বিপক্ষে অনেক প্রফেসর মতামত প্রকাশ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু ভিসি শর্তারোপের বিপক্ষে মতামত প্রকাশের সুযোগ না দিয়ে শুধু পক্ষে কথা বলার সুযোগ দেন। এ নিয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করেন ৭ ডীনসহ অধিকাংশ প্রফেসর। এরপরও ভিসি একক ক্ষমতা দেখিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়েছে বলে সভার রেজুলেশন করেন। এ সময় সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ৩০ জনের বেশী শিক্ষক সভাস্থল ত্যাগ করেন। নোট অব ডিসেন্ট দেন অর্ধশতাধিক শিক্ষক। তারা হলেন বিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. তাজমেরী এস এ ইসলাম, ফার্মেসী অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. মো. আবদুর রশিদ, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. আবুল বাশার, বাণিজ্য অনুষদের সাবেক ডীন প্রফেসর ড. মো. সিরাজুল ইসলাম, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ওবায়দুল ইসলামসহ অর্ধশতাধিক প্রফেসর।

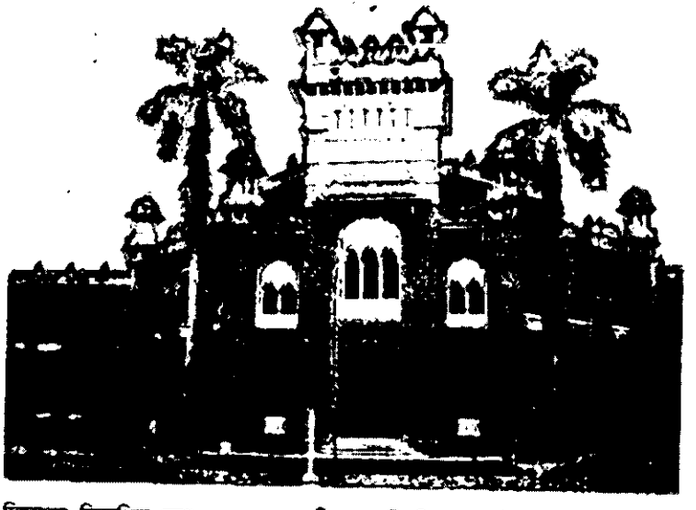

রেজুলেশনে লেখা হয়- ইংরেজী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ভাষা বিজ্ঞান, উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজীতে ২০০ নম্বর থাকতে হবে। এছাড়া অর্থনীতিতে ভর্তি হতে হলে মৌলিক অর্থনীতি থাকতে হবে। এ সিদ্ধান্তের ফলে এবারো মদ্রাসা থেকে আসা শিক্ষার্থীরা ৬টি বিভাগে ভর্তি হতে পারবে না। কারণ মদ্রাসা সিলেবাসে বাংলা ও ইংরেজীতে ১০০ নম্বর ও ইসলামী অর্থনীতি অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষকদের বক্তব্য

বিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. তাজমেরী এস এ ইসলাম ভিসির স্বেচ্ছাচারিতার কথা উল্লেখ করে বলেন, অধিকাংশ শিক্ষকের বিরোধিতা সত্ত্বেও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বলে ভিসি রেজুলেশন লিখে নেন। অথচ মদ্রাসা শিক্ষার্থীদের পক্ষে অনেক শিক্ষক কথা বলতে চাইলে তাদের কোন সুযোগ দেয়া হয়নি।

শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, এধরনের সিদ্ধান্তে হাইকোর্টের রায়ের অবমাননা হতে পারে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি হবে। আমরা নোট অব ডিসেন্ট দেয়ার পরও ভিসি কৌশলে মদ্রাসা ছাত্রদের বিষয়ে সিদ্ধান্তটি পাস করে নেন।

ভিসির বক্তব্য

ভিসি প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, গতবারের ভর্তি পরীক্ষায় শর্তারোপের বিষয়টি পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে হাইকোর্টের রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে গেছে। পদ্ধতিগত স্বচ্ছতার মাধ্যমে একাডেমিক কাউন্সিল '৭৩-এর অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে পাস করেছে।

আন্দোলন ও আদালত

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তে তীব্র ও প্রতিবাদ নিন্দা জানিয়েছে মাদরাসা ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ কমিটিসহ বিভিন্ন সংগঠন। সংগঠনের আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি বিভাগে মদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তির ব্যাপারে ইতোপূর্বে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের মাধ্যমে অবৈধ ঘোষণা করে মদ্রাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং এর মাধ্যমে উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপে ১৯৮৬ সালে প্রদত্ত এসএসসি ও এইচএসসি'র সাথে দাখিল ও আলিমের সমমানের বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। অথচ এই মীমাংসিত বিষয়টিকে আবারও নতুন করে এজেন্ডা বানিয়ে অধিকাংশ শিক্ষকের মতামতের তোয়াক্কা না করে একক ক্ষমতাবলে মদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। মদ্রাসা ছাত্রদের যৌক্তিক, গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকার দেশব্যাপী কঠোর কর্মসূচীর মাধ্যমে রক্তের বিনিময়ে হলেও আদায় করে ছাড়বে। আন্দোলনের পাশাপাশি আবারো আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। তারা জানিয়েছেন, শিগগিরই তারা আবারো রীটের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আদালতের রায়কেই চূড়ান্ত মানতে চান তারা। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়ায় আবারো অচলাবস্থার আশংকা দেখা দিয়েছে। ফলে ভর্তি প্রক্রিয়া বিলম্বিত হতে পারে।

কেন এই ষড়যন্ত্র

বিগত কয়েক বছরের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, প্রতি বছর মোট শিক্ষার্থীর ৪০ শতাংশেরও উপরে মদ্রাসা থেকে আসছে। ওই বিভাগগুলোতে আনুপাতিক হারে মদ্রাসা থেকে আসা শিক্ষার্থীরা ভাল ফল করছে। এমনকি বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২শ' শিক্ষক রয়েছেন, যারা মদ্রাসা থেকে আলিম পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছে। মদ্রাসা থেকে আসা শিক্ষার্থীদের এই সাফল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণীর শিক্ষক নিজেদের রাজনীতির জন্য হুমকি হিসেবে দেখছেন।

পুনশ্চঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেছিল, পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের দাবীর প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে (The desire to accede to the demand for furthure facilities Muslim population who from a vast majority in eastern Bengal), লর্ড লিটনের ভাষায় যা ছিল বঙ্গভঙ্গ রদের 'Splendid Imperial Compensation'. অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের মুসলিম কৃষক প্রজারা যাতে শিক্ষিত হতে (Agriculture ছেড়ে Culture শিখতে) না পারে সে কারণে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ দুই বঙ্গের হিন্দু জমিদার ও তাদের স্বল্পসংখ্যক মুসলিম অনুসারীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তীব্র বিরোধিতা করে। কিন্তু প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ঠেকানো না গেলে উল্লিখিত গোষ্ঠী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভিসি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস, মনোগ্রাম প্রভৃতি এমনভাবে নির্ধারণ করতে কাজ করে যাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারে। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে হিন্দুদের ধর্মীয় প্রতীক স্বস্তিকা চিহ্ন ব্যবহার করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই মনোগ্রাম পরিবর্তন করে সেখানে 'রাব্বি জিদনি এলমা' সংযোজন করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ সৃষ্টির পর আবারও সেই মনোগ্রাম পরিবর্তন করা হয়, এমনকি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে দেয় আশুতোষ বাবুর উত্তরসূরিরা। বর্তমানে অনুকূল সময়ের সুবিধা কাজে লাগিয়ে সকল নৈতিকতা এমনকি সুপ্রিম কোর্টের রায়কে উপেক্ষা করে কলিকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু জমিদার ও বাবু বুদ্ধিজীবীদের মূল অভিসন্ধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামী শিক্ষা ও চর্চার পরিবেশ নিষিদ্ধ করতে উঠেপড়ে লেগেছে সেই একই চক্রের উত্তরসূরীরা।